- EIIN: 134482
- SCHOOL CODE: 2219
- COLLEGE CODE: 2330

আমরা শুধু পড়াই না
শেখাই

প্রসপেক্টাস
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৫

শুধু প্রথাগত শিক্ষা নয়, ভবিষ্যতের বুনিয়াদ গড়তে...

ইকবাল সিদ্দিকী স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)

শিশুদের জন্যে একটি আলাদা ধরনের স্কুল

কচি-কাঁচা একাডেমি
(নার্সারি থেকে প্রি-ক্যাডেট শ্রেণি)

প্রতিষ্ঠা: ১৯৯০

আমাদের কথা

ইকবাল সিদ্দিকী এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত শিশুদের জন্যে আলাদা ধরনের স্কুল 'কচি-কাঁচা একাডেমি' এবং 'ইকবাল সিদ্দিকী স্কুল অ্যান্ড কলেজ' সম্পর্কে জানার আগ্রহের জন্যে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ।

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন, আমাদের প্রিয় স্কুল কচি-কাঁচা একাডেমি অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অতিক্রম করেছে প্রায় ৩৫ বছর । শিশুদের জন্যে আলাদা ধরনের এই স্কুলের অব্যাহত অগ্রযাত্রার শুভক্ষণে আপনাকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা শুভেচ্ছা । পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি তাঁদের, যাঁদের ভালোবাসায় সিক্ত না হলে আমাদের এতদূর আসা হতো না ।

এই পুস্তিকাটি ভালোভাবে পড়লে এবং ছবিগুলো মনোযোগ সহকারে দেখলে আমাদের সম্পর্কে একটি খণ্ড ধারণা আপনার তৈরি হতে পারে । সাধারণত প্রসপেক্টাস, নীতিমালা ও গঠনতন্ত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লেখা থাকে, কিন্তু বাস্তবে তার সাথে অমিলই থাকে বেশি । আমরা চেষ্টা করি আমাদের প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে ।

পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম, ফল প্রকাশসহ সবক্ষেত্রেই কচি-কাঁচা একাডেমি আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল । এটা দূর থেকে অনুমান করা খুব সহজসাধ্য নয় । শিশুদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলে তাদের জীবনের ভিত্তি মজবুত করতে সুপরিকল্পিতভাবে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি আমরা । শুধু লেখাপড়াই নয় ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সবকিছুতেই দক্ষ করে তুলতে চেষ্টা করছি আমাদের কোমলমতি শিশুদের । চেষ্টা করছি তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করার । বর্তমানে কচি-কাঁচা একাডেমির শ্রেণি কার্যক্রম প্রি-ক্যাডেট (ষষ্ঠ শ্রেণি) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ । মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের জন্য 'ইকবাল সিদ্দিকী হাই স্কুল' এবং 'ইকবাল সিদ্দিকী কলেজ' শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে বেশ কয়েক বছর আগে । ২০১৬ সন থেকে কচি-কাঁচা একাডেমিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে ।

যা কিছু জীবন্ত তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল । এই পরিবর্তন হবে প্রগতির দিকে । পরিবর্তনশীল গতির সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবো আমরা । আমরা জানি এই এগিয়ে যাওয়ার পথে সাফল্য ও ব্যর্থতার দূরত্ব বেশি নয় । কিন্তু সাফল্যের শিখরে আমরা পৌঁছবোই । কেননা সুন্দর কিছু সৃষ্টির অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আমরা, বলীয়ান আরও ভালো কিছু করার প্রাণশক্তিতে । নতুন নতুন সাফল্য অর্জনের ব্যাপারে তাই আমাদের কোন সংশয় নেই ।

আপনার সন্তানের অবস্থান হোক এই সাফল্য অর্জনের কেন্দ্রে; সেই প্রত্যাশা নিয়ে প্রসপেক্টাসের প্রতিটি কথা গুরুত্বের সাথে পড়তে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি ।

১. প্রতিষ্ঠা

বাস্তবমুখী, মননশীল, শিশুপোযোগী শিক্ষা পদ্ধতির অভাব ও ভর্তি সমস্যাগ্রস্ত সচেতন এলাকাবাসীর অনিবার্য দাবী পূরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সনের ১০ ফেব্রুয়ারি এই এলাকার সমাজসচেতন ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভার সর্বসম্মত প্রস্তাবে সাংবাদিক, শিশু সংগঠক ও বহুমাত্রিক চিন্তার ধারক জনাব ইকবাল সিদ্দিকী পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিবারের সকলের সহযোগিতায় কচি-কাঁচা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন । পরবর্তীতে তিনি ২০০৪ সনে ইকবাল সিদ্দিকী হাই স্কুল এবং ২০১৫ সনে ইকবাল সিদ্দিকী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ।

২. পাঠ্যক্রম

আধুনিক শিক্ষার নামে কোমলমতি শিশুদের লাগামহীন পাঠ্যক্রম চাপিয়ে দেওয়ার প্রথা অনুসরণ না করে টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বই এবং সরকার অনুমোদিত কিছু অতিরিক্ত বইয়ের সংমিশ্রণে পাঠ্যক্রম তৈরি করে বছরের শুরুতেই শ্রেণি অনুসারে মুদ্রিত সিলেবাস প্রদান করা হয় ।

৩. শ্রেণি ও শিফট

কচি-কাঁচা একাডেমিতে নার্সারি, কেজি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ক্যাডেট কলেজ ভর্তিচ্ছুদের সমন্বয়ে 'প্রি-ক্যাডেট' শ্রেণি রয়েছে । ইকবাল সিদ্দিকী স্কুল অ্যান্ড কলেজে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয় ।

৪. শ্রেণি সময়সূচি

শ্রেণি	প্রভাতী	দিবা
নার্সারি	সকাল ৭:৪৫-১০:২০	সকাল ১০:৩০-বেলা ১২:৪০
কেজি	সকাল ৭:৪৫-১০:২০	সকাল ১০:৩০-বেলা ১২:৪০
প্রথম	সকাল ৭:৪৫-১০:২০	সকাল ১০:৩০-বেলা ১২:৪০
দ্বিতীয়	সকাল ৭:৪৫-১০:২০	সকাল ১০:৩০-বেলা ১২:৪০
তৃতীয়	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
চতুর্থ	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
পঞ্চম	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
প্রি-ক্যাডেট	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
ষষ্ঠ	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
সপ্তম	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
অষ্টম	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
নবম	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
দশম	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
একাদশ	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-
দ্বাদশ	সকাল ৭:৪৫ বেলা ১:২০	-

শ্রেণি ভিত্তিক বিশেষ ক্লাশ শ্রেণি শিক্ষকগণ নির্ধারণ করবেন ।

৫. শিক্ষাবর্ষ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি শিক্ষাবর্ষ বিবেচনা করে প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্ব: জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, দ্বিতীয় পর্ব: মে থেকে আগস্ট, তৃতীয় পর্ব: সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকেই পূর্ণোদ্যমে ক্লাশ শুরু হয়। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১লা জুলাই থেকে ক্লাশ শুরু হয়।

৬. পরীক্ষা ও ফল

(ক) প্রতি পর্বের শেষে ১টি পর্বশেষ এবং প্রতি পর্বের মাঝখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক টিউটোরিয়াল পরীক্ষা গ্রহণ করে সকল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বার্ষিক ফল প্রদান করা হবে। তবে তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের টিউটোরিয়াল পরীক্ষার নম্বর ফলের সাথে যোগ করা হবে না, চূড়ান্ত ফল প্রস্তুতে একই নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ নম্বর বিবেচিত হবে। এছাড়া প্রায়শই বিষয়ভিত্তিক লেসন টেস্ট ও ক্লাশ টেস্ট গ্রহণ করা হয়।

(খ) রুটিন অনুসারে প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক টিউটোরিয়াল পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক ক্লাশে জানিয়ে দেবেন। পরীক্ষার পূর্ণমান ২০/ ২৫/ ৪০/ ৫০ হতে পারে, যা ১০০তে রূপান্তর করে পর্বশেষ পরীক্ষার সঙ্গে যোগ করা হবে।

(গ) নার্সারি, কেজি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের টিউটোরিয়াল পরীক্ষা হয় না।

(ঘ) কোন ছাত্র-ছাত্রী কমপক্ষে 'C' গ্রেড না পেলে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে প্রমোশন দেয়া হয় না।

(ঙ) যে শিক্ষার্থী চূড়ান্ত মূল্যায়নে 'F' গ্রেড পাবে, তাকে বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র দেওয়া হবে।

(চ) পঞ্চম, অষ্টম, এসএসসি, এইচএসসি ও ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষার্থীদের প্রতি সপ্তাহে প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এছাড়া পর্যাপ্ত সংখ্যক মডেল টেস্টও গ্রহণ করা হয়।

(ছ) প্রাক-নির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষার মাধ্যমে বোর্ড পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনি পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পাবলিক পরীক্ষায় ফরম পূরণের সুযোগ নেই।

(জ) শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অপারগ ছাত্র-ছাত্রীদের টিউটোরিয়াল পরীক্ষার জন্য ১০০/- (একশ' টাকা) এবং পর্বশেষ পরীক্ষার প্রতি বিষয়ের জন্য ২০০/- (দু'শ' টাকা) ফি প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

(ঝ) চূড়ান্ত ফলে একই নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ উপস্থিতি বিবেচনা করা হয়।

(ঞ) প্রতি পর্বশেষে পরীক্ষার ফল কম্পিউটারাইজড ট্রান্সক্রিপ্টের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ফল প্রকাশের দিনে অভিভাবকগণ নিজেরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে উক্ত ট্রান্সক্রিপ্ট গ্রহণ করবেন।

(ট) প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বশেষ পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণির শাখা পুনর্বিন্যাস করা হয়।

(ঠ) পরীক্ষার গ্রেডিং পদ্ধতি নিম্নরূপ:

Grade	Class Interval (Upto class IV)	Class Interval (From class V-XII)	Grade Point
A+	90%- 100%	80%- 100%	5
A	80%- 89%	70%- 79%	4
A-	70%- 79%	60%- 69%	3.5
B	60%- 69%	50%- 59%	3
C	50%- 59%	40%- 49%	2
F	00%- 49%	00%- 39%	0

৭. বৃত্তি

(ক) ইকবাল সিদ্দিকী এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ট্যালেন্টপুল গ্রেড ও সাধারণ গ্রেডে প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালীন প্রতি বছর যথাক্রমে ৪,০০০/- (চার হাজার টাকা) ও ৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা), জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নবম ও দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালীন প্রতিবছর যথাক্রমে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) ও ৪,০০০/- (চার হাজার টাকা) মেধাবৃত্তি প্রদান করা হবে।

(খ) ক্যাডেট কলেজে ভর্তির লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে প্রতি বছর ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) উপবৃত্তি পাবে। তবে কোন শিক্ষার্থী এক সাথে একাধিক উপবৃত্তি পাওয়ার অধিকারী হবে না।

(গ) অস্বচ্ছল/ অসমর্থ পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে সোসাইটির কল্যাণ তহবিল থেকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

১৭ই জানুয়ারি ২০১৪: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী দিগন্ত হাউজকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রদান করছেন। সঙ্গে রয়েছেন বিশেষ অতিথি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম ও সভাপতি প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

৮. দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা

কোনো শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে কমপক্ষে 'C' গ্রেড না পেলে তাকে ঐ বিষয়ের দুর্বল ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং তাকে অবশ্যই বিশেষ ক্লাশে অংশগ্রহণ করতে হবে। এর জন্য তাকে বিদ্যালয় নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে।

৯. ডিটেনশন ক্লাশ

টিউটোরিয়াল/ লেসন টেস্ট/ ক্লাশ টেস্ট-এ অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের ছুটির পর ডিটেনশন ক্লাশে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রতি ডিটেনশন ক্লাশের জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) হারে জরিমানা দিতে হবে। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে অসমর্থ কৃতকার্য শিক্ষার্থীরাও ডিটেনশন ক্লাশের আওতায় আসবে, তবে তাদের জরিমানা দিতে হবে না।

১০. ছাত্রাবাস

ইকবাল সিদ্দিকী এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যতিক্রমী শিক্ষাধারার সুনাম প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাইতো দূরদূরান্তের অভিভাবকেরাও আজ স্বপ্ন দেখেন তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার ভিত্তি তৈরি হোক আমাদের এখানে। অভিভাবকদের এই স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করতে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে আমরা চালু করেছি 'নজরুল স্মৃতি ছাত্রাবাস'। একাডেমির সাবেক উপাধ্যক্ষ মরহুম নজরুল ইসলাম মোল্যা ছিলেন একাগ্রতা, প্রেরণা, কর্মপ্রচেষ্টা, দৃঢ়চিত্ত ও দূরদর্শীতার জন্য এক নির্ভিক যোদ্ধা। ১৯৯৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম নজরুল ইসলাম মোল্যার স্মৃতি জাগরুক রাখার প্রত্যয়ে তাঁর নামে করা হয়েছে ছাত্রাবাসের নামকরণ।একটি সুন্দর ও আদর্শ পারিবারিক পরিবেশে নজরুল স্মৃতি ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্ররা বেড়ে উঠবে। আর প্রত্যেকে হয়ে উঠবে এদেশের সৎ ও যোগ্য নাগরিক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

১১. পাঠাগার

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রূপকার, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমদের নামানুসারে রাজেন্দ্রপুর অগ্নিবীণা কচি-কাঁচার মেলার উদ্যোগে কচি-কাঁচা ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'তাজউদ্দীন শিশু পাঠাগার'। ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুলাই বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার প্রতিষ্ঠাতা রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই পাঠাগারটি উদ্বোধন করেন। লাইব্রেরি কার্ডের মাধ্যমে এই পাঠাগার থেকে বিভিন্ন বই বাড়িতে নিয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া স্কুল ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরি কার্ড ছাড়াও বই পড়তে পারে।

২৩শে জুলাই ১৯৯৮: তাজউদ্দীন শিশু পাঠাগারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন (বাম দিক থেকে) প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী, সাবেক এমপি জনাব কাজী মোজাম্মেল হক এবং শিল্পী হাশেম খান।

১২. অভিভাবক দিবস, শিক্ষক দিবস ও মা দিবস

প্রথম পর্বের পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনে অভিভাবক দিবস, দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনে শিক্ষক দিবস, তৃতীয় পর্বের পরীক্ষা ও চূড়ান্ত ফল প্রকাশের দিনে মা দিবস পালন করা হয়। এসব দিবসে অভিভাবকদের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমন্বয় ঘটে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯২: রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার কর্ণেল এম.এ. মালেক একাডেমি অঙ্গনে 'একাশিয়া ম্যানজিয়াম' গাছের চারা রোপণ করছেন।

১৩. মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য একাধিক চিঠির বাক্স রয়েছে। চিঠির বাক্সে প্রদত্ত যে কোনো মতামত বা অভিযোগ কর্তৃপক্ষ পাঠ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতি শনিবার সকাল ৮টা থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করে অভিভাবকদের যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে।

৩০শে মার্চ ১৯৯৫: ৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. নুরুল হককে কচি-কাঁচা একাডেমির মনোগ্রাম খচিত ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

১৪. শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম

রুটিন অনুসারে আরবি, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, বক্তৃতা, ছবি আঁকা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা পছন্দমত যে কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া-

(ক) ক্যাপ্টেন ও প্রিফেক্ট :
ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও সমঝোতামূলক মনোভাবের ভিত্তি তৈরি ও সামাজিক দায়-দায়িত্বের প্রথম পাঠ হিসেবে শ্রেণিতে একজন করে ক্যাপ্টেন ও একজন ভাইস-ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যাতে দায়িত্ববান হয়ে ওঠে, এজন্যে প্রতি সপ্তাহে নতুন ক্যাপ্টেন নির্বাচনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য স্কুল/ কলেজ প্রিফেক্ট নির্বাচন করা হয়।

(খ) হাউজ :
দুর্বার, দুরন্ত, দুর্জয় ও দিগন্ত নামে চারটি হাউজ রয়েছে।

(গ) ক্রীড়া :
প্রতি বছর ভলিবল, দাবা, ক্যারাম, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি ইত্যাদি বিষয়ে আন্তঃ হাউজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা অফিস আয়োজিত আন্তঃ স্কুল ক্রীড়াতে নিয়মিত অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। তাছাড়া প্রতি শিক্ষাবর্ষে একবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(ঘ) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা :
প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, ছবি আঁকা, গল্প বলা, একক অভিনয় ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিজয়ীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র ও পদক বিতরণ করা হয়।

(ঙ) বিশেষ দিন উদযাপন :
বিভিন্ন জাতীয় দিবস, উলেখযোগ্য দিন এবং মনীষী ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ ও অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

(চ) সংকলন :
শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় বার্ষিক সংকলন। বিভিন্ন কর্মসূচির বর্ণনা, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ও ছবি থাকে এ সংকলনে।

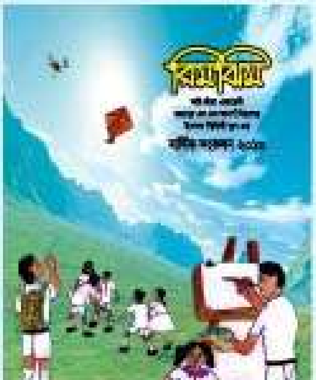

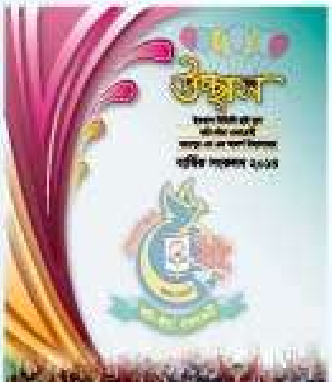

(ছ) শিক্ষাসফর:
বছরে ন্যূনতম একবার শিশুদের নিয়ে দূরের কোনো শিক্ষণীয় স্থানে শিক্ষা সফরে যাওয়া হয়। অনুমোদন সাপেক্ষে অভিভাবকরাও এ সফরে অংশ নিতে পারেন। এ ছাড়াও পারিপার্শ্বিক জ্ঞান বৃদ্ধি ও নির্মল বিনোদনের লক্ষ্যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন শিক্ষণীয় স্থানে শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয়।

২৬শে মার্চ ২০১৮: মহান স্বাধীনতা দিবসে গাজীপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত কুচকাওয়াজের 'ক' গ্রুপে কচি-কাঁচা একাডেমি প্রথম স্থান অর্জনের বিজয়ী পদক গ্রহণ করছে। পুরস্কার প্রদান করছেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির।

(জ) সৌজন্য সাক্ষাৎ
প্রায়শই দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিশু দরদী ব্যক্তিত্ব এবং দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিশুদের সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৪: বিশেষ ক্লাশে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশের সাথে রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মির্জা বাকের সারোয়ার আহমেদ, প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী ও জনাব এস এম মিজানুর রহমান।

(ঝ) বার্ষিক পুরস্কার :
প্রতি বছর শ্রেণিভিত্তিক শ্রেষ্ঠ উপস্থিতি, আন্তঃহাউজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীসহ প্রতিটি শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

(ঞ) সংগঠন :
জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন কচি-কাঁচার মেলার সদস্য হয়ে সংগঠনের কার্যক্রমে জড়িত হওয়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক।

(ট) জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ :
জাতীয়ভাবে আয়োজিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়।

(ঠ) বিজ্ঞান মেলা :
শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রতি বছর বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্ভাবিত নানান প্রজেক্ট নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করে।

২০শে অক্টোবর ২০২২: ইকবাল সিদ্দিকী স্কুল ও কচি-কাঁচা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী বর্ণিল পরিবেশে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. ইমরুল কায়েস।

(ড) পিঠা উৎসব :
শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্যোগে আনন্দঘন পরিবেশে ২০২২ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রায় অর্ধশতাধিক পিঠার উপস্থাপনে দিনটি থাকে ভীষণ উপভোগ্য। তাই গ্রাম্য ঐতিহ্য লালন ও ধারণ করতে প্রতি বছরই আয়োজন করা হবে এই উৎসব।

(ঢ) বই মেলা :
প্রতি বছর অক্টোবর মাসের শেষ শনিবার বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজন করা হয় বই মেলা। কবি ও বহুমাত্রিক লেখক মুক্তিযোদ্ধা সাযযাদ কাদির প্রবর্তিত 'বাংলা কবিতা দিবস' উপলক্ষে এদিন একই সঙ্গে দিনব্যাপী চলে স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনা ও সংগীতানুষ্ঠান।

(ণ) ফল উৎসব :
"নিয়মিত খেলে ফল, দেহ মনে বাড়বে বল।" এই স্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত দেশীয় ফলের সাথে পরিচিত করা ও ফল খাওয়ায় উৎসাহিত করতে ইকবাল সিদ্দিকী এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয় ফল উৎসব। উৎসবে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দেশীয় ফল নিয়ে আসে এবং ফলের বৈজ্ঞানিক নাম, উপকারিতা ও অপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৫. সামাজিক কার্যক্রম :

(ক) ইফতার ও ঈদ উপহার বিতরণ :
করোনা মহামারীকালে সারা দেশের মানুষ যখন ছিলো বিপর্যস্ত তখন ২০২০ সালের রমজান মাসে আমরা শুরু করি ইফতার বিতরণ কার্যক্রম। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সহযোগিতায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শুভাধ্যায়ীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ৩৯,৩৯৩ জনকে 'সামান্য ইফতার', ১,২৭৪ জনকে 'সামান্য ঈদ উপহার' দেওয়া হয়। ২৯৪ জন দুঃস্থ ও অসহায় শিশুর মাঝে ঈদের নতুন জামা বিতরণ করা হয়।

(খ) শীতের কম্বল বিতরণ :
সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বয়স্ক অসচ্ছল নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ২০২০ সালে শুরু হয় কম্বল বিতরণ। গত ৩ বছরে ১,০০০ জন শীতার্ত ব্যক্তি এই কম্বল গ্রহণ করেন।

(গ) তালবীজ বপন :
পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ করে বজ্রপাত নিরোধে তাল গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই পরিবেশ রক্ষায় সোসাইটি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীরা গত তিন বছরে বিভিন্ন জায়গায় ৯২৬২টি তালবীজ বপন করেছে।

১৬. পোশাক

প্রাথমিক স্তর (নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি)

বালক:

(ক) সাদা হাফ শার্ট (৩৫×৬৫ টেট্রন কাপড়, সোজা কাট ঢাকনাযুক্ত ২টি বুক পকেট, সোল্ডার ফ্ল্যাপ)

(খ) সাদা হাফ প্যান্ট (পলিস্টার কাপড়ের, ২টি পকেট, সামনের দিকে দুইপাশে ২টি করে টেকেন এবং ৫টি লুপ থাকবে।)

(গ) কালো বেল্ট, কালো রংয়ের চামড়ার জুতা ও সাদা মোজা।

পিটি ক্লাশে সাদা কেডস এবং শীতকালে ভি (V) গলার লাল সুয়েটার, সাদা ফুল হাতা শার্ট এবং সাদা ফুল প্যান্ট ব্যবহার করতে হবে।

বালিকা:

(ক) সাদা ফ্রক (৩৫×৬৫ টেট্রন কাপড়, সামনে বোতাম, কলার ও সোল্ডার ফ্ল্যাপ। লুজ ফিটিং হাফ হাতা হবে। ১.৫ ইঞ্চি চওড়া কালো বেল্ট থাকবে।)

(খ) কালো বেল্ট, বেল্টসহ কালো রংয়ের চামড়ার পামসু ও সাদা মোজা।

পিটি ক্লাশে সাদা কেডস এবং শীতকালে ফুল হাতা লাল কার্ডিগান ও সাদা টাইস ব্যবহার করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তর (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি)

বালক:

(ক) সাদা হাফ শার্ট (৩৫×৬৫ টেট্রন কাপড়, সোজা কাট ঢাকনাযুক্ত ২টি বুক পকেট, সোল্ডার ফ্ল্যাপ)

(খ) সাদা ফুল প্যান্ট (পলিস্টার কাপড়ের, ৩টি পকেট, সামনের দিকে দুইপাশে ২টি করে টেকেন এবং ৫টি লুপ থাকবে।)

(গ) কালো বেল্ট, কালো রংয়ের ফিতাসহ চামড়ার জুতা ও সাদা মোজা।

পিটি ক্লাশে সাদা কেডস এবং শীতকালে ভি (V) গলার লাল সুয়েটার এর সাথে ফুলহাতা সাদা শার্ট ব্যবহার করতে হবে।

বালিকা:

(ক) সাদা ফ্রক (৩৫×৬৫ টেট্রন কাপড়, সামনে বোতাম, কলার ও সোল্ডার ফ্ল্যাপ। লুজ ফিটিং হাফ হাতা হবে। ১.৫ ইঞ্চি চওড়া কালো বেল্ট থাকবে।)

(খ) সাদা সালোয়ার, সাদা ক্রসবেল্ট, বেল্টসহ চামড়ার কালো পামসু, সাদা মোজা।

পিটি ক্লাশে সাদা কেডস এবং শীতকালে ফুল হাতা লাল কার্ডিগান ব্যবহার করতে হবে।

প্রাথমিক স্তর (বালক)

প্রাথমিক স্তর (বালিকা)

মাধ্যমিক স্তর (বালক)

মাধ্যমিক স্তর (বালিকা)

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে হাউজ ও শ্রেণি অনুসারে সোল্ডার ব্যাজ পরিধান করতে হবে এবং নেইমপেট, আইডি কার্ডসহ পরিষ্কার পোশাকে বিদ্যালয়ে আসতে হবে। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাস নির্ধারিত শীতকালীন পোশাক পরিধান করা বাধ্যতামূলক।

১৭. নিষেধ

(ক) দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন বা কোন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবে না।

(খ) কানের রিং ব্যতীত মেয়েদের যে কোন অলংকার বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রসাধনী, নখ বড় রাখা, নেইল পলিশ, মেহেদী, লিপস্টিক, কপালে টিপ ব্যবহার করা যাবে না।

(গ) স্কুল চলাকালীন টিফিন পিরিয়ড ব্যতীত অন্য সময় শ্রেণিকক্ষের বাইরে বা বারান্দায় ঘোরাফেরা করা যাবে না। নির্ধারিত ও পরিচ্ছন্ন স্কুল ড্রেস ছাড়া অন্য কোন পোশাক পরিধান করে বিদ্যালয়ে আসা যাবে না।

(ঘ) স্কুলের দেয়ালে বা আসবাবপত্রে কিছু লেখা যাবে না।

(ঙ) অভিভাবকগণ কোনক্রমেই শ্রেণিকক্ষের সামনের বারান্দায় বা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না।

(চ) বিবাহিত কোন শিক্ষার্থী এ বিদ্যালয়ে ভর্তির অযোগ্য এবং অধ্যয়নকালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার ভর্তি বাতিল হবে।

(ছ) কোন শিক্ষার্থী ধূমপান/ নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করলে তার ভর্তি বাতিল হবে।

২০শে মার্চ ১৯৯৯: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গাজীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক একাডেমির মেধাবী ছাত্র ০৪৩ সিরাজুল হককে সাইকেল প্রদান করছেন।

১৮. ছুটি

(ক) প্রতি শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। অন্যান্য ছুটির তালিকা সিলেবাস এবং ক্যালেন্ডারে চিহ্নিত থাকে।

(খ) একনাগাড়ে ১৫ (পনের) দিনের উর্ধ্বে কোন ছুটি থাকে না।

(গ) শিক্ষার্থীর ছুটি প্রয়োজন হলে পূর্বেই অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক বরাবরে লিখিত আবেদন করতে হবে। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে পূর্বে দরখাস্ত করা সম্ভব না হলে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার দিন অবশ্যই দরখাস্ত নিয়ে আসতে হবে। নার্সারি, কেজি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অভিভাবক ডায়েরিতে ছুটি মঞ্জুরের অনুরোধ করতে পারেন। অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে লেখা দরখাস্ত অভিভাবকের সুপারিশসহ জমা দিতে হবে। তবে পূর্বে ছুটি গ্রহণ না করলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি মঞ্জুরের জন্য অভিভাবককে স্বশরীরে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে।

২৪শে জানুয়ারি ২০১৩: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান চৌধুরী কায়সার দিগন্ত হাউজকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রদান করছেন।

১৯. বেতন ও পাওনাদি পরিশোধ

(ক) বেতন ও পাওনাদি পরিশোধের জন্য ভর্তি/ পুনঃভর্তিকালে একটি বেতন পরিশোধ বই প্রদান করা হয়।

(খ) প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে অভিভাবক নিজ দায়িত্বে বেতনাদি পরিশোধ করবেন। অন্যথায় প্রতি একদিন বিলম্বের জন্য ৫/- (পাঁচ টাকা) হারে বিলম্ব ফি ধার্য হবে।

(গ) এক নাগাড়ে দু'মাস বেতন পরিশোধ না করা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল হবে।

(ঘ) অভিভাবক আগ্রহী হলে এক শিক্ষাবর্ষের বা এক পর্বের বেতনাদী একসাথে অগ্রিম পরিশোধ করতে পারবেন।

(ঙ) নির্বাচনি পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষার ফিসহ শিক্ষাবর্ষের সমুদয় পাওনাদি পরিশোধ করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

(চ) নভেম্বর মাসের বেতনের সাথে পর্বশেষ পরীক্ষার ফি ও ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বেতনাদি পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত স্কুলের অন্য কোন শিক্ষক বা কর্মচারীর কাছে বেতনাদীর টাকা প্রদান করা যাবে না।

(জ) বেতন পরিশোধের বই হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) প্রদান করে নতুন বই সংগ্রহ করা যাবে।

২০. জরিমানা

(ক) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পাওনাদি পরিশোধ না করলে একদিন বিলম্বের জন্য ৫/- (পাঁচ টাকা) হারে বিলম্ব ফি ধার্য হবে। দু'মাসের মধ্যে বিলম্ব ফিসহ পাওনাদি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল হবে। সেক্ষেত্রে পুনরায় ভর্তি করার জন্য ভর্তি ফি, সেশন চার্জ ও বকেয়া বেতনাদি পরিশোধ করতে হবে।

(খ) একদিন অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য ২০/- (বিশ টাকা) এবং বিলম্বে উপস্থিতির জন্য ১০/- (দশ টাকা) জরিমানা দিতে হবে।

(গ) জাতীয় দিবসসমূহে (মহান শহিদ দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, মহান বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস ইত্যাদি) কোন ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত থাকলে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) জরিমানা দিতে হবে।

(ঘ) অতিরিক্ত বিশেষ ক্লাশে অনুপস্থিত থাকলে প্রতি দিনের জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) হারে জরিমানা দিতে হবে।

(ঙ) প্রতিটি ডিটেনশন ক্লাশের জন্য ২০/- (বিশ টাকা) হারে জরিমানা দিতে হবে।

(চ) ক্লাশ টেস্ট বা লেসন টেস্টে অংশগ্রহণ না করলে প্রতি বিষয়ের জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং টিউটোরিয়াল ও প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে প্রতি বিষয়ের জন্য ১০০/- (একশ টাকা) জরিমানা দিতে হবে। (নার্সারি, কেজি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়।)

২১. বিভিন্ন ফিস

বিষয়	সময়	ফি
পরীক্ষা ফি (প্রাথমিক স্তর)	বছরে ৩ বার	প্রতি বার ৪০০/-
পরীক্ষা ফি (মাধ্যমিক স্তর)	বছরে ৩ বার	প্রতি বার ৫০০/-
পরীক্ষা ফি (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)	বছরে ২ বার	প্রতি বার ৬০০/-
প্রশংসাপত্র/ ছাড়পত্র ফি	চাহিদা মোতাবেক	প্রতি বার ২০০/-
প্রত্যয়নপত্র ফি	প্রথমবার ফ্রি	পরবর্তী প্রতিবার ১০০/-

২২. ছাড়পত্র গ্রহণ

বিদ্যালয় পরিবর্তনের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। অন্যথায় নতুন বছরের সেশনচার্জ ও ছাড়পত্র গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত বেতনাদি পরিশোধ করতে হবে।

২৩. অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী নতুন শিক্ষাবর্ষে নিয়মিতকরণ

জানুয়ারি মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সেশন চার্জ ও মাসিক বেতন পরিশোধের মাধ্যমে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তি করতে হয়। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বেতনাদি পরিশোধ না করলে উক্ত আসনে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯৯৩: প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার কর্নেল জাহাঙ্গীর আলম। সাথে রয়েছেন অনুষ্ঠান সভাপতি মেজর এম. শামছুল আমিন এবং প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

২৪. নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির নিয়মাবলি

(ক) প্রতি বছর অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ভর্তি ফরম ও প্রসপেক্টাস প্রদান এবং নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি শুরু হয়। শ্রেণিতে শূন্য আসন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভর্তি চলে।

(খ) ভর্তি ফরম ও প্রসপেক্টাসের বিনিময় মূল্য ২০০/- (দু'শ টাকা)।

(গ) নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি হতে কোন ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছুদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। কেজি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তির জন্য মৌখিক/লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থী যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তার পূর্ববর্তী শ্রেণির বই থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন করা হয়।

(ঘ) বাংলা, ইংরেজি, গণিত এ তিনটি বিষয়ের উপর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণকালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের ধারা ও মানবণ্টনের তথ্য প্রদান করা হবে।

(ঙ) ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৪০% নম্বর পেলে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তি করা হবে। কমপক্ষে ৩৩% নম্বর পেলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সে ভর্তিযোগ্য হবে।

(চ) ভর্তির আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রবেশপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে। ভর্তি পরীক্ষার পরের দিন ফল প্রকাশ করা হবে।

ছ) বিবাহিত ও ধূমপায়ী কোনো শিক্ষার্থী ভর্তির অযোগ্য।

কচি-কাঁচা একাডেমির ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত দেয়ালিকা।

কচি-কাঁচা একাডেমি প্রাঙ্গণে বাংলা কবিতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বই মেলায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।

জ) নতুন শিক্ষার্থী ভর্তিকালে নিম্নরূপ কাগজপত্র প্রয়োজন হবে:

শ্রেণির নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
নার্সারি শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ (প্রি-ক্যাডেট)	* ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি * জন্ম নিবন্ধন সনদের ফটোকপি (ডিজিটাল) * পূর্বের বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) * পিতা, মাতা ও অভিভাবকের ১কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি	* ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি * জন্ম নিবন্ধন সনদের ফটোকপি (ডিজিটাল) * পূর্বের বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র * পিতা, মাতা ও অভিভাবকের ১কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি

- একই বাবা-মায়ের একাধিক সন্তান ভর্তি হলে পরবর্তীদের ভর্তি ফি অর্ধেক মওকুফ হবে।
- সেশন চার্জের অবশিষ্টাংশ বাবদ জুলাই মাসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১০০০/- টাকা করে প্রদান করতে হবে। একই বাবা-মায়ের একাধিক সন্তানের ক্ষেত্রে একজন বাদে অন্যদের সেশন চার্জের অবশিষ্টাংশ মওকুফ হবে।
- বিদ্যালয় তহবিলে জমাকৃত টাকা কোন পরিস্থিতিতেই ফেরতযোগ্য নয়।

আরও বেশি কিছু জানতে হলে যোগাযোগ করুন

আফরোজা খানম
প্রধান শিক্ষক, কচি-কাঁচা একাডেমি
আহবায়ক, ভর্তি কমিটি-২০২৫
ইকবাল সিদ্দিকী এডুকেশন সোসাইটি
নয়নপুর, রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর-১৭৪২
ফোন: ০২ ৯৯৬৬৯৫৮০০, ০১৯২৯৯১৮৮০০, ০১৩৩০৪৮২৯০০
E-mail: issc134482@gmail.com
www.issc.edu.bd, www.kachi-kancha.com

RESULT OF PRIMARY COMPLETION EXAMINATIONS

YEAR	A+	A	A-	B	C	D	F	TOTAL PASS	TOTAL CANDIDAT	REMARKS
2008	03	31	11	07	Nil	Nil	Nil	52	52	100% Pass

YEAR	1st Division	2nd Division	3rd Division	Fail	TOTAL PASS	TOTAL CANDIDAT	REMARKS
2009	38	02	Nil	Nil	40	40	100% Pass
2010	44	01	Nil	Nil	45	45	100% Pass

YEAR	A+	A	A-	B	C	D	F	TOTAL PASS	TOTAL CANDIDAT	REMARKS
2011	14	27	06	06	01	Nil	Nil	54	54	100% Pass
2012	41	30	05	Nil	Nil	Nil	Nil	76	76	100% Pass
2013	54	29	04	01	01	Nil	Nil	89	89	100% Pass
2014	50	28	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	78	78	100% Pass
2015	67	9	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	76	76	100% Pass
2016	67	6	2	2	Nil	Nil	Nil	77	77	100% Pass
2017	39	25	04	Nil	Nil	Nil	Nil	68	68	100% Pass
2018	91	02	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	93	93	100% Pass
2019	73	21	01	02	Nil	Nil	Nil	97	97	100% Pass

RESULT OF JSC EXAMINATIONS

YEAR	A+	A	A-	B	C	D	F	TOTAL PASS	TOTAL CANDIDAT	REMARKS
2011	01	23	26	16	06	Nil	Nil	72	72	100% Pass
2012	03	26	14	08	02	Nil	Nil	53	53	100% Pass
2013	48	28	02	01	Nil	Nil	Nil	79	79	100% Pass
2014	27	61	18	07	Nil	Nil	Nil	113	113	100% Pass
2015	50	67	12	02	02	Nil	Nil	133	133	100% Pass
2016	65	66	14	01	Nil	Nil	Nil	146	146	100% Pass
2017	64	59	04	01	Nil	Nil	Nil	128	128	100% Pass
2018	09	88	14	02	Nil	Nil	Nil	113	113	100% Pass
2019	08	92	20	Nil	Nil	Nil	Nil	120	120	100% Pass

RESULT OF SSC EXAMINATIONS

YEAR	A+	A	A-	B	C	D	F	TOTAL PASS	TOTAL CANDIDAT	REMARKS
2011	01	14	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	15	15	100% Pass
2012	01	21	07	Nil	Nil	Nil	Nil	29	29	100% Pass
2013	06	28	07	01	Nil	Nil	Nil	42	42	100% Pass
2014	26	34	01	Nil	Nil	Nil	Nil	61	61	100% Pass
2015	06	26	14	02	Nil	Nil	Nil	48	48	100% Pass
2016	24	33	08	05	Nil	Nil	Nil	70	70	100% Pass
2017	51	43	09	05	01	Nil	01	109	110	99.09% Pass
2018	52	40	02	Nil	Nil	Nil	Nil	94	94	100% Pass
2019	26	76	20	05	Nil	Nil	Nil	127	127	100% Pass
2020	61	35	06	Nil	Nil	Nil	01	102	103	99.03% Pass
2021	33	68	07	02	Nil	Nil	Nil	110	110	100% Pass
2022	66	41	04	Nil	Nil	Nil	Nil	111	111	100% Pass
2023	70	23	05	01	Nil	Nil	01	99	100	99.00% Pass
2024	85	38	Nil	Nil	Nil	Nil	01	123	123	100.00% Pass

RESULT OF HSC EXAMINATIONS

YEAR	A+	A	A-	B	C	D	F	TOTAL PASS	TOTAL CANDIDAT	REMARKS
2018	01	11	19	20	05	Nil	05	56	61	91.80% Pass
2019	Nil	16	30	29	07	Nil	09	82	91	90.11% Pass
2020	26	96	13	05	Nil	Nil	Nil	140	140	100% Pass
2021	12	124	14	02	Nil	Nil	01	152	153	99.35% Pass
2022	17	78	28	06	Nil	Nil	01	129	130	99.23% Pass
2023	17	63	40	19	01	Nil	06	140	146	95.89% Pass
2024	09	133	43	08	01	Nil	06	194	200	97.03% Pass

যে কোন পাবলিক পরীক্ষার ফল যাচাই করতে শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইট দেখুন ।

১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩: কচি-কাঁচা একাডেমির ৩৩ বছর পূর্তি উৎসবে বক্তব্য রাখছেন সাবেক সংসদ সদস্য জনাব লতিফ সিদ্দিকী।

২৬শে মার্চ ২০২২: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২-এ গাজীপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত কুচকাওয়াজে প্রাথমিক স্তরে কচি-কাঁচা একাডেমি ১ম পুরস্কার অর্জন করে। জেলা প্রশাসক জনাব আনিসুর রহমানের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছে ৩০৫২ শ্রেষ্ঠ সিদ্দিকী।

২১শে অক্টোবর ২০২১: ইকবাল সিদ্দিকী কলেজ ও কচি-কাঁচা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান মেলা উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের অধ্যাপক ড. এস এম. রফিকুজ্জামান।

১লা ডিসেম্বর ২০২১: কচি-কাঁচা একাডেমিতে অগ্নিকান্ডের ত্রয়োদশ বার্ষিকীতে দোয়া মাহফিলের পর শিক্ষার্থীদের সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থাপনায় ইকবাল সিদ্দিকী 'প্রশান্তি' নামে এই গ্লোবটি উদ্বোধন করেন। মজার ব্যাপার এ গ্লোবটিতে প্রত্যেকটি নলকূপ কোন না কোন মহাসাগরের উপর দেওয়া আছে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা পানি পান করার সময় মহাসগরগুলো চিনতে পারে।

৩০শে জানুয়ারি ২০২০: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: গিয়াস উদ্দিন মিয়াকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২০: কচি-কাঁচা একাডেমির ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে শিশুদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

১৮ই এপ্রিল ২০১৯: রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ আয়োজিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে বিজয়ী দলকে পুরস্কার তুলে দেন প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী। সাথে আছেন রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল মুহাম্মদ ইসহাক এবং উপাধ্যক্ষ ড. মো. আশরাফুর রহমান ভূঞা।

৫ই মে ২০১৮: জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসব ২০১৮ এর জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার অন্তরঙ্গ মুহূর্তে অনুষ্ঠান সঞ্চালক প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী ও গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির।

২৫শে জানুয়ারি ২০১৮: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৮ এর প্রধান অতিথি সাবেক মন্ত্রী মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

১লা জুলাই ২০১৮: ইকবাল সিদ্দিকী কলেজের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজীম উদ্দীন খানকে শুভেচ্ছা উপহার দিচ্ছেন প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী। মঞ্চে আছেন বিশেষ অতিথি শিক্ষা ও শিশু রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক জনাব রাখাল রাহা।

২৮শে মার্চ ২০১৮: ইকবাল সিদ্দিকী কলেজের নিজস্ব জমিতে নতুন একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনশেষে মোনাজাত করছেন মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত কিংবদন্তি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম। সাথে আছেন প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ।

১৩ই সেপ্টেম্বর ২০১৮: ইকবাল সিদ্দিকী স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও কচি-কাঁচা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখছেন প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি আলহাজ্ব মো: আব্দুস সালাম ও সভাপতি প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

২১শে জানুয়ারি ২০১৭: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের অন্যতম রূপকার, স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলক, সাবেক মন্ত্রী আ স ম আব্দুর রব।

২৪শে জানুয়ারি ২০১৬: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

২৬শে মার্চ ২০১৭: বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে কচি-কাঁচাদের প্যারেড পরিদর্শন শেষে অভিবাদন মঞ্চে ফিরে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২১শে জুলাই ২০১৬: ইকবাল সিদ্দিকী কলেজ ও কচি-কাঁচা একাডেমি'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখছেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানী মোঃ ফারুক বিন হোসেন ইয়ামিন ও অনুষ্ঠান সভাপতি প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

২৬শে মার্চ ২০১৭: বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে কচি-কাঁচা একাডেমির প্যারেড কমান্ডারের হাতে কুচকাওয়াজের শুভেচ্ছা স্মারক ও সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক।

২৪শে জানুয়ারি ২০১৫: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন গাজীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট মোঃ রহমত আলী।

২৪শে মার্চ ২০১২: কচি-কাঁচা একাডেমির প্রাক্তন শিক্ষার্থী অনন্যা আমিন মাহমুদ নগদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) অনুদান তুলে দিচ্ছেন প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকীর হাতে। ছবিতে রয়েছেন তার পিতা মেজর (অবঃ) এম শামছুল আমিন এবং স্বামী ফরহাদ মাহমুদ ।

১০ই ফেব্রুয়ারি ২০১২: কচি-কাঁচা একাডেমির ২২ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গাজীপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান এডভোকেট রীনা পারভীনকে ফুল দিয়ে বরণ করছে একজন শিশু।

২৫শে মে ২০১০: বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধনশেষে মোনাজাত করছেন রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ গোলাম ফারুক এনডিসি।

৩০শে জানুয়ারি ২০১০: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার পরিচালক খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ও বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ ইয়াহিয়াসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮: একাডেমি'র বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শহীদুজ্জামান সেলিম।

১৬ই মে ২০০৩: কচি-কাঁচা একাডেমির কম্পিউটার ল্যাবরেটরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম মোনাজাত করছেন।

২২শে মার্চ ২০০৩: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০০৩ এ প্যারেড পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান এমপি। সাথে রয়েছেন মাননীয় সংসেদ সদস্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম ও প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

৮ই মার্চ ২০০২: কচি-কাঁচা একাডেমির বারো বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু এমপি। মঞ্চে রয়েছেন সাবেক এমপি হাসান উদ্দিন সরকার, গাজীপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সালমা আক্তার জাহান ও প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

১৮ই মার্চ ১৯৯৮: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন লে. কর্ণেল শাহিদ সারওয়ার। সাথে রয়েছেন মেজর আব্দুলাহিল করিম।

২৩শে মার্চ ১৯৯৭: সাত বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য আহসান উল্যাহ মাস্টারের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অনুষ্ঠান সভাপতি গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবুল কালাম আজাদ। এক পাশে দণ্ডায়মান আতাউল্লাহ মণ্ডল এবং অন্য পাশে মরহুম নজরুল ইসলাম মোল্যা।

১৭ই অক্টোবর ১৯৯২: কচি-কাঁচা শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি গাজীপুরের জেলা প্রশাসক মোস্তাফিজুর রহমান বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। মঞ্চে রয়েছেন গাজীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান আ.ক.ম মোজাম্মেল হক ও প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

পায়রা উড়িয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯৯১ উদ্বোধন করছেন গাজীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান আ.ক.ম মোজাম্মেল হক। সাথে রয়েছেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ইকবাল সিদ্দিকী।

www.issc.edu.bd
www.kachi-kancha.com